بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ত্রয়োদশ বর্ষ — ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲ — প্রতি কপি—৵১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

১৫ই মাহে ফতেহে—১৩২২ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৩ ইং

তহ্‌রীকে জদীদ আন্দোলনের ১০ম বর্ষের ঘোষনা

বন্ধুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত ভাবে অংশ গ্রহণে ব্রতী হউন

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) খোৎবা ২৬শে নবেম্বর ১৯৪৩ইং শুক্রবার

মর্ম্মানুবাদক—**মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ**—(মোবাল্লেগ)

সুরে ফাতেহা পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বলেন,—

কয়েক দিন যাবত বিগত যে মাসের ন্যায় আমি রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্টদায়ক কাশতে জড়িত হইয়াছি বটে. কিন্তু ইহার ভীষনতা ও তীব্রতা পূর্ব্বকার মত এখনও রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। বিগত আক্রমণেও রোগের প্রথমাবস্থায় আমাকে মজলিসে শোরায় যোগদান করিতে হইয়াছিল, যাহার ফলে আমাকে এক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগে ভুগিতে হইয়াছে এবং এবারও রোগের প্রথমাবস্থায় এক দিকে জুম্মার দিন ও অপর দিকে **তহরীকে জদীদের নববর্ষের ঘোষনার** সময় সমাগত। পূর্ব্বকার অভিজ্ঞতানুযায়ী অদ্যকার খোৎবার ফলে আমার রোগ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থিতি লাভ করার আশঙ্কা হইতেছে বটে, তথাপি আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না যে, যে **দশ-বর্ষ-কাল ব্যাপিয়া আন্দোলনের** সূচনা আমাদ্বারা হইয়াছে, উহাই শেষ বর্ষের আন্দোলনের ঘোষনার গৌরব হইতে আমি বঞ্চিত থাকিয়া যাই। তাই স্বাস্থ্য ভঙ্গের নানাবিধ আশঙ্কার ভিতর দিয়া অদ্যকার খোৎবা পাঠে ব্রতী হইলাম।

ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও ফলাফল আল্লাহতায়ালার হাতে নিহিত থাকিলেও পৃথিবীতে বহু প্রচেষ্টার রঙ্গ খেলা অহঃরহই হইয়া থাকে। ইহার ফলে অনেক প্রচেষ্টাই বৃথা হইয়া যায়। মানুষ যদি কোন কাজের ভবিষ্যৎ অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারে তবে তাহাকে পরিত্যাগ বা তাহাতে শৈথিল্যতা অবলম্বন করিতে পারে না। কারণ যথা সময়ে সল্প পরিশ্রমে ও যত্নে যাহা লাভ হইয়া থাকে, তাহা সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর বহু চেষ্টা, যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও লাভ করা যায় না।

আমরা আল্লার ইঙ্গিত ও কৌশল বুঝিতে পারিয়া এবং আল্লার ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রচেষ্টা করিয়াছি। ইহা যদিও নিতান্ত ক্ষুদ্র, সামান্য ও নগন্য তথাপি আমাদের আকাঙ্খা অতি বড়, পরিকল্পনা অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং বাসনা অসীম—কিন্তু ইহার ফলাফল আমাদের হাতে নহে, ইহা একমাত্র আল্লার হাতেই নিহিত রহিয়াছে।

যাহারা তহরীরকে জদীদ অন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন তাহারা হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) ঐশীবাণী যাহাতে তাহাকে আল্লাহতায়ালা পাঁচ হাজার সিপাহি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্ভূক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক অবস্থাও ইহাই প্রমান করিতেছে।

আল্লার অপার অনুগ্রহে আমাদের সম্প্রদায়ে লক্ষ লক্ষ লোক বিদ্যমান থাকিলেও তহরীকে জদীদ আন্দোলনের অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের আসে পাসে ঘুরিতেছে। ইহাতে কখনও সাড়ে চারি হাজার, কখনও সাড়ে পাঁচ হাজার, কখনও পাঁচ হাজার হইয়া থাকে। যখন তহরিকে জদীদের অংশ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় আসে তখণ পাঁচ হাজারের অনেক উপরে সংখ্যা চলিয়া যায়, আবার যখন প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায় করিবার সময় শেষ হয় তখন পাঁচ হাজার, বা পাঁচ হাজারের

নীচে সংখ্যা চলিয়া আসে। বর্ত্তমানে যাঁহারা হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পাঁচ হাজার সিপাহির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা সারে চারি হাজার ও পাঁচ হাজারের মধ্যে আসিয়াছে। যাহারা এখন পর্য্যন্তও তাহাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন নাই বা যাহারা আলস্য ও অমনোযোগীতার আশ্রয়ে থাকিয়া তহরিকে জদীদে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের উহাতে অংশ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে অথবা যাহারা নববর্ষে তহরীকে জদীদে অংশ গ্রহণ করিবেন তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশা করা যায় যে উক্ত ঐশীবাণীর নির্দ্ধারিত সংখ্যা যথা সময়ে পূর্ণ হইয়া হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) সত্যতার আর একটি জীবন্ত প্রমান অতিশয় গৌরবান্বিত ভাবে পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে।

ইহাও আমাদের লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, এই আন্দোলনের সহযোগীতাকে আহমদী বন্ধুগণের স্বাধিন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কাহাকেও ইহার সহযোগীতার জন্য বাধ্য করা হয় নাই, তথাপি উক্ত অবস্থায় পর্য্যবসিত হওয়া আল্লাহতায়ালার' এক অপূর্ব্ব মহিমার নিদর্শন বিশেষ।

এই সমস্ত অবস্থা স্পষ্টরূপেই প্রমান করিতেছে যে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) র ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ইসলামের বিজয় ও আহমদীয়তের প্রাধান্য এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) র পবিত্র নাম পৃথবীতে ২য় বার প্রতিষ্ঠিত হইবার ভিত্তি আদি কাল হইতেই আল্লাহতায়ালা তহরীকে জদীদের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছেন। এই তহরীকে জদীদ আন্দোলনের পাঁচ হাজার সিপাহির ত্যাগ ও কোরবাণী ভবিষ্যৎ জগতে কিরূপ আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন আনিবে অথবা ভবিষ্যতে এই আন্দোলন কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে ও ফল প্রসব করিবে তাহা সমস্তই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে নিহিত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য হইল কেবল ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা ও আল্লার আনুগত্যের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হইয়া অবিরত ত্যাগ ও কোরবাণী করিতে থাকা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর যে কর্ত্তব্য ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত ভাবে পালন করার পরিবর্ত্তে নিজেদের শৈথিল্যতা ও মূর্খতা বশতঃ আল্লার অভিশাপের অধিকারী হইয়াছি কি না, তাহা সমস্তই আল্লাহতায়ালার জ্ঞানে নিহিত রহিয়াছে। আমরা কেবল তাহার দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী মাত্র। আমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা করি যে বর্ত্তমানে তহরীকে জদীদ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইতে চলিয়াছে ইহার মধ্যে আমাদের কোন দোষ ত্রুটি হইয়া থাকিলে, তাহা যেন তিনি অপার অনুগ্রহে আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন।

আল্লাহতায়ালার দান ও অপার অনুগ্রহ যাহা অহঃরহঃ আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়াও আমরা তাহার মর্য্যাদা উপযুক্ত মত রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি না। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্তও আহমদীয়া আন্দোলনকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারা পৃথিবীর রূপকে কি ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে চলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোকই আছে যাহারা নামে মাত্র আহমদী, আহমদীয়তের মূলবস্তুকে বুঝিতে পারে নাই,—আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহাদের ভক্তি আছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর আহমদীয়তের পক্ষ হইতে যে সব দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহাকে যথাযথ ভাবে পালন করিবার নিমিত্ত আহমদীয়তের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার জন্য কোনই স্পৃহা নাই,—অনেক এমনও আছেন যিনি ভক্তি রাখেন ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার জন্য চিন্তাও করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম বিষয়ে গুরুত্ব বুঝিবার যোগ্যতা নাই—অনেক এমনও আছেন যাহারা ভক্তি ও সূক্ষ্ম বিষয় ভাবিবার যোগ্যতা রাখেন এবং ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া কাজ করেন আর দায়ীত্বও বুঝেন কিন্তু দায়ীত্ব অনুশীলনে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন না, এই সমস্ত ছাড়া এমন লোকও আছে যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা ভক্তি, ভাবিবার ক্ষমতা, বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন ও দায়ীত্ব অনুশীলনের ক্ষমতাও আছে এবং সর্ব্বদা দায়ীত্বই অনুশীলনে প্রস্তুত থাকেন, তাহাদের উপরই ইহকালে ও পরকালে আল্লার আশীষ বর্ষিত হয় এবং ইহজগতে ও পরজগতে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাহার সহগামী হন। ইহারাই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের স্তম্ভ বিশেষ, যাহার উপর ছাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহতায়ালা হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)কে আবির্ভূত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যাহারা সত্যতা ও তাকওয়ার সহিত এই তহরীকে জদীদে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই ঐ শ্রেণীর লোক হইবেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি তহরীকে জদীদের ১০ম বর্ষের চাঁদার ঘোষনা করিতেছি যে, হে আমার প্রিয়জন ও ভাই বন্ধু এবং আমার সহচরগণ! ইসলামের উন্নতি কল্পে আজ হইতে নয় বৎসর পূর্ব্বে যে ভিত্তিকে অতিশয় শুভ ইচ্ছা ও পবিত্র বাসনার সহিত প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহারই অংশ গ্রহনের শেষ বর্ষ আগত। তোমরা বিগত নয় বৎসর যাবত বড় বড় ত্যাগ ও কোরবানী করিয়াছ, কেহ কেহ কোরবানীর রক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া শহিদগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ। সে যাহাই হউক প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পর্ক, আল্লার সহিত রহিয়াছে—তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

এখন তহরীকে জদীদ নামক আন্দোলনের দশম বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। ইহাই এই আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ের শেষ বৎসর। তোমাদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা ত্যাগ ও কোরবানী করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছেন তাহাদিগকে আমি সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আজ পুনরায় তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালা ত্যাগ ও কোরবানী করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব তোমরা আদর্শ স্থানীয় কোরবানী করতঃ তোমাদের কর্ম্ম-জীবনকে বিভূষিত করিয়া আল্লার স্বান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হও। ইতিপূর্ব্বে যাহারা এই তহরীকে জদীদ আন্দোলনে যোগদান করিবার সুযোগ পান নাই কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের আর্থিক অবস্থা এরূপ দাড়াইয়াছে যে এখন তাহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিতে পারেন তাহারাও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আল্লার বাহাদুর সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। আর

যাহারা কুসংসর্গে থাকার কারনে ঈমানের দুর্ব্বলতা বশতঃ এই আন্দোলনে সহযোগীতা করিতে পারেন নাই তাহারাও এখন এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আত্মশুদ্ধি করিতে পারেন। মূল কথা এই যে, যাহারা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন বা যাহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন অথবা যাহারা ইতিপূর্ব্বে ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই অথচ এখন ঐ ত্রুটি সংশোধন করিতে প্রস্তুত, আমি তাহাদের সকলকেই আল্লার দীনের সেবা করিতে আহ্বান করিতেছি এবং উপদেশ দিতেছি যে এই বৎসর এই আন্দোলনে প্রকাশ্য ভাবে এরূপ আদর্শ-কোরবানী করিবেন যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে ইসলামের জন্য কখনও করেন নাই। ইহা দ্বারা আমি কাহাকেও এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে বলিতেছি না যাহা তাহারা বহন করিতে অক্ষম। ইহাতে আমার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা উপযুক্ত মত কোরবানী করেন নাই তাহারা যেন এই বৎসর এরূপ ভাবে কোরবানী করেন যাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে না পাওয়া যায়।

এখন আমি আমার নিজের বিষয় বলিতেছি যে, আমি যেহেতু আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পুণ্যাত্মাগণকে অধিকতর উন্নত ভাবে ও আদর্শস্থানীয় কোরবানী করিতে উপদেশ দিয়াছি সেই জন্য আমি নিজেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা সারে তিনগুণ বেশী চাঁদা লিখাইয়া দিয়াছি।

ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, এই তহরীকে জদীদ আন্দোলনের কোরবানী এত উন্নত আদর্শে বিরাজ করিতেছে যাহার দৃষ্টান্ত জমাতের অন্য কোন আহ্বানে পরিলক্ষিত হইতেছে না এবং তহরীকে জদীদের চাঁদা ও অন্যান্য চাঁদা একত্র করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের আর্থিক ত্যাগ এত উন্নত ভাবে পরিলক্ষিত হয়, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ঠিক এই ভাবেই তহরীকে জদীদ আন্দোলনের শেষবর্ষের কোরবানী যেন এত উন্নত ভাবে সম্পাদিত হয়, যাহার তুলনা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোরবানী সমূহে তুলনা না পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে আর্থিক সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ ও জীবিকা নির্ব্বাহের যাবতীয় বস্তুর মূল্যাধিক্য হইয়াছে বটে, কিন্তু আহমদীয়া সম্প্রদায়ের শতকরা ৮০ জনই ভূম্যাধিকারী, যাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী। তাহারা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে আক্রান্ত নহে বরং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে তহরীকে জদীদে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহারা যেন এই সুযোগে স্বীয় ঈমান ও ভক্তির এরূপ আদর্শ জগতের সম্মুখে পেশ করিতে ব্রতী হন, যাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও তাহাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিক জীবনের পথে লাভ হয় নাই।

আজ সেই শুভযুগ, যাহাতে আল্লাহতায়ালা স্বীয় গৌরবমণ্ডিত জ্যোতিঃ বিস্তারে পৃথিবীতে তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি সমূহের লীলা খেলা দেখাইয়া তাহার অস্তিত্বের নিদর্শন জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যের এক ইঞ্চ বা তাহার কোন অংশ লাভ হয় ও হৃদয় তাহার প্রেমে প্লাবিত হইয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে আমরা কোরবানী করিতে সক্ষম হইয়াছি, অন্যথায় নহে।

আল্লার প্রেম ও ভালবাসা এবং নৈকট্য এত মূল্যবান বস্তু যে পৃথিবীতে তাহার সমতুল্য কোন বস্তুই নাই। অতএব আল্লা তাহার নৈকট্য লাভের জন্য তহরীকে জদীদ আন্দোলন দ্বারা যে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাহাকে তোমরা নষ্ট করিও না—অবিলম্বে অগ্রসর হও। আল্লাহতায়ালার বাহাদুর সিপাহিদের ন্যায় ধন ও প্রানকে উপেক্ষা করিয়া নিজের যাবতীয় বস্তুকে কোরবান করিয়া দাও এবং পৃথিবীতে এই দৃশ্যকে বিরাট ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। ইহা এত উন্নত আদর্শ যে পৃথিবীতে অন্য কাহারও মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

আমি রোগ্ন অবস্থায় ইহার চেয়ে আর বেশী কিছু বলিতে চাই না। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া তহরীকে জদীদের নববর্ষের সূচনা করিতেছি। হে আল্লা! তুমি আমার সম্প্রদায়ের বন্ধুগনের অন্তরে ত্যাগের স্পৃহাকে জাগরিত করিয়া দাও এবং ফেরেস্তাগণকে অবতরণ করিয়া অধিকতর কোরবানী করিতে বন্ধুগণকে প্রস্তুত করিয়া দাও, ও যাহারা কোরবানী করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে আদায় করিয়া দিতে প্রেরনা দাও। হে আমার রব! এই আন্দোলনের ফলে যে অর্থ আমাদের নিকট জমা হইয়াছে তাহা যেন শুভ তোমার ইইচ্ছা ও পবিত্রতা সহকারে খরচ করি ও কোন মন্দ এবং অসতর্কতা ও মূর্খতা বশতঃ যেন ব্যয় করিয়া ক্ষতি গ্রস্থ না হই। হে আমাদের রব! আমরা তোমারই প্রেমে ও নৈকট্য লাভের জন্য ইসলামরূপ মন্দিরের যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভিত্তির উপর এমন এক মহৎ প্রসাদ নির্ম্মানের তৌফিক প্রদান কর, যাহার ভিত্তি পৃথিবীতে ও ছাদ আরশের পদদেশ চুম্বনকারী হয়, যেন পৃথিবীর দুঃখপ্রাপ্ত ও বিপদগ্রস্থ ঐ প্রসাদে আশ্রয় লইতে পারে এবং তোমার প্রীয়তম প্রেমিক রসুল খাতামুন্নবীইনের উপর দরুদ পাঠ করিতে পারে। তাহারই আন্দোলনের ফলে পৃথিবী শান্তির বানী শুনিতে পারিয়াছে—তিনি এমন এক রসুল যাহার প্রদত্ত শিক্ষার উপর ব্রতী হইলে আত্মসংযম ও প্রতিবেশীর ঝগড়া বিবাদের সমাধান হইতে পারে ও পৃথিবীতে সুখ শান্তি বিরাজ করিতে পারে। অতএব হে খোদা তুমি আমাদের পবিত্র রসুলের নাম স্মরণ করিতে ও তাহার শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তার করিতে তৌফিক প্রদান কর যেন প্রতিবেশীর ঝগড়া ও আত্ম-সংগ্রাম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয় এবং মানুষ ও খোদার মধ্যে চিরস্থায়ী মিলন যেন হয়, যদ্বারা চিরস্থায়ী আনন্দ ও আরাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ভাবে পৃথিবীর যাবতীয় আবর্জ্জনা ও পাপ লোপ পাইয়া তোমার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত ও আলোকিত অবস্থার দৃষ্টগোচর হয়।

পুণ্যাত্মাগণকেও সচরাচর পুণ্য কাজে প্রতিযোগীতা করিতে দেখা যায়, তাই আমি ঘোষনা করিতেছি যে, যাহারা পুণ্য কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী থাকিতে প্রয়াসী তাহারা যেন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ইং পর্য্যন্ত তহরীকে জদীদের আফিসে চাঁদা প্রতিশ্রুতি পত্র পাঠাইয়া দেন আর সম্ভব হইলে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মিলনীর পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত পাঠাইবার শেষ

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 15th December 1943.

তারিখ ৩১শে জানুয়ারী নির্দ্ধারিত করা হইল। এই তারিখে স্থানীয় আঞ্জুমন হইতে প্রেরিত হইয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কাদিয়ানে তাহরিকে জদিদের আফিসে পৌছা চাই। অন্যথায় তাহা গৃহিত হইবে না। ভারতের যে সকল স্থানে উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারে না বা ভারতের বাহিরে যথাক্রমে এপ্রিল ও জুন মাসে শেষ তারিখ ধার্য্য করা হইল। মোকামী আঞ্জুমন হইতে এই তারিখে প্রেরিত হইয়া পরবর্ত্তী মাসের ৭ তারিখ পর্য্যন্ত তাহরিকে জদীদের আফিসে পৌছা চাই।

পরিশেষে আমি আশা করি আনসারুল্লা ও খোদ্দামোল আহমদীয়া সমিতিদ্বয় কিছু সময় কোরবানী করিয়া শেষ ঘুষনাকে আহমদী বন্ধুগণের কানে পৌছাইবেন যেন এমন কোন আহমদী না থাকিয়া যায়, যাহার কানে এই ঘুষনা না পৌছে।

—মৌলবী আউসফে আলী উকীল সাহেবের মৃত্যুতে—

সহসা উঠিল ধ্বনি—নাই, নাই, নাই—
শূন্য চারিদিক
এ বিশ্ব ছেড়ে
হঠাৎ চলিল
কে সে সাধক
কোন অজানা দেশে সে পথে কোন!
ইন্নালিল্লাহ্ ও ইন্না এলাইহে রা'জেউন!!
সে যে মাহদীর বীর
কর্ত্তব্যে স্থির
অটল, নির্ভীক,
আল্লাহ্‌র ভয়—বলে।
সেই যুদ্ধা, সেই গুণ মান।
মহিহর এস্কে আত্মহারা
তুচ্ছ করে জগতের মান অপমান।
কাঁপায়ে কাফেরী বুক
হায়দরী হাকে,
মাহ্‌দীর দীন-রক্ষার
কত ময়দানে, কত জলসায়,
কত শঙ্কটে,
কত বার বার
আল্লাহ্‌, আক্‌বার!
নামাজীরা জানে
প্রাণে, প্রাণে, প্রাণে
জুমার, জুমার,
কোন সে পেয়ালার?
পিয়েছে তাহারা
সে কোন অমৃত!
অন্ধ সে নর
দেখেনি যে তাঁকে
আল্লাহ্‌র "আউসাফ!"
এক বাক্যে নাক্কারেক
নবীর সাক্ষ্যে দণ্ডায়মান
উন্নত তবলীগী শিরস্ত্রাণ!
মহিহ্‌র কালামের
কত মোহর কত খোশ-বু
কত খোৎবার
অন্তরে, অন্তরে, আজও শোনা যায়!
আজ সে-পুরুষ ধরাহ'তে
চির অন্তর্হীত
জলে মোমেনের চিত।
হায়, হায়, হায়!
দরদের দোয়ার ধারায়
মাগ তাঁর মগফেরাত
বুজুর্গ আহ্‌মদীগণ
হিসাবে আল্লাহ্‌র আরশ।
হউক সে জান্নাত-বাসি (বাসি)
সে রওজার চির অধিকারী
শান্তি হউক, শান্তি হউক তাঁরই
আগার পরবর্ত্তীগণের
বংশ, বংশানুক্রমে
বাড়ুক তাহারা
ইমানে, রুহানীকতার
প্রাণে মোর এই আকিঞ্চন।

—মতিন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the War Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).